তারিখ JUN 13 2006
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

যায়যায়দিন

অবরোধের পর হরতাল

এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের হতাশা

পিছিয়েছে অন্যান্য পরীক্ষাও

মুহাম্মদ যাকারিয়া

নোয়াখালীর মাইজদী সদরের ব্যবসায়ী মিজানুর রহমান হেলাল। বড় ছেলে মুশফিকুর রহমান ঢাকা সরকারি বিজ্ঞান কলেজ থেকে এবার এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। লিখিত পরীক্ষা শেষ হলেই তার বাড়ি যাওয়ার কথা। মা সাজেদা আক্তার চেয়ে আছেন ছেলের পথের দিকে। কিন্তু হরতাল ও অবরোধের কারণে পিছিয়ে গেছে বাকি পরীক্ষাগুলো। ছেলের পরীক্ষা নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন। মুশফিক নিজেও আছে দুশ্চিন্তায়। কারণ পরীক্ষার টেনশন আরো কয়েক দিন বেশি বইতে হচ্ছে তাকে। হরতাল-অবরোধ এভাবে উৎকণ্ঠায় ফেলে দিয়েছে দেশের পাঁচ লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের।

এবারের এইচএসসি পরীক্ষা চলাকালে গত ১১ জুন ১৪ দলের অবরোধ কর্মসূচির কারণে এক দফা পরীক্ষা পেছাতে হয়। আবার আজ মঙ্গলবার ও আগামীকাল বুধবার হরতালের ডাক দেয়ায় স্থগিত করা হয়েছে এ দু'দিনের পরীক্ষাও। স্থগিত করা হয়েছে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইংলিশ মিডিয়ামের বিভিন্ন পরীক্ষা।

দলগুলোর হরতাল-অবরোধ কর্মসূচি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পিছিয়ে দিচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। শিক্ষক ও পরীক্ষার্থীরাও বলেছেন নানা অসুবিধার কথা।

গত ১১ জুন এইচএসসির কৃষি শিক্ষা ১ম পত্র, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ১ম পত্র এবং চারু ও কারুকলা ১ম পত্র পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। অবরোধ কর্মসূচির কারণে এসব পরীক্ষা স্থগিত করে ১৭ তারিখে দেয়া হয়। আজ মঙ্গলবার সকালে ছিল হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র ও কুটির শিল্প ১ম পত্র এবং বিকেলে ভূগোল ১ম পত্র পরীক্ষা। বুধবার সকালে হিসাববিজ্ঞান ২য় পত্র ও কুটির শিল্প ২য় পত্র এবং বিকেলে ভূগোল ২য় পত্রের পরীক্ষা ছিল। এ দু'দিনের পরীক্ষা পিছিয়ে সবার শেষে আগামী ২৪ ও ২৫ জুন পুনর্নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া আজ অনুষ্ঠেয় মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষাও পিছিয়ে গেছে। স্থগিতকৃত পরীক্ষার নতুন তারিখ ২৪ জুন।

সরকারি বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ও কলেজ কেন্দ্রের পরীক্ষা কমিটির সদস্য বদরুন্নেসা জানান, হরতাল-অবরোধের কারণে পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ায় অনেক অসুবিধা হচ্ছে। এসএসসি ও এইচএসসির পৃ: ১১ ক: ৪

এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের হতাশা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কলেজের ক্লাস বন্ধ রেখে। পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ায় এখন ক্লাসও বেশি দিন বন্ধ রাখতে হবে আর পরীক্ষার্থীদের টেনশন বাড়ছে। লেখাপড়ায় তাদের মনোযোগ ব্যাহত হচ্ছে। প্রস্তুতির সিরিয়াল ব্রেক হচ্ছে।

অভিভাবক রফিকুল ইসলাম বললেন, পলিটিকাল ভায়োলেন্স শুরু হওয়ায় এখন এক ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হলো। পরীক্ষার্থীদের প্রতিটি পরীক্ষার আগে এখন টেনশনে থাকতে হয় পরীক্ষা আদৌ হবে, না পিছিয়ে যাবে। অন্তত বোর্ড পরীক্ষাগুলোকে হরতাল-অবরোধসহ রাজনৈতিক কর্মসূচির আওতামুক্ত রাখার অনুরোধ ঝরেছে তার কণ্ঠে।

হরতাল-অবরোধের মতো কর্মসূচি ঘোষণা করায় প্রচণ্ড হতাশ পরীক্ষার্থীরা। সরকারি বিজ্ঞান কলেজের পরীক্ষার্থী কাজী মাহমুদুল হোসাইন বললেন, নির্ধারিত পরীক্ষা পিছিয়ে গেলে লেখাপড়ার স্পিরিট থাকে না। বেশি দিন গ্যাপ হলে লেখাপড়ার ক্ষতি হয়। একই বিষয়ের প্রস্তুতি পিছিয়ে গেলে আবার নতুন করে নিতে হয়। বাড়তি টেনশন পোহাতে হয়। পরীক্ষা দেরিতে হলে ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষায় সময় কম পাওয়া যায়।

ঢাকা কলেজের পরীক্ষার্থী শাহাদাৎ হোসেন দীপু ও কবি নজরুল সরকারি কলেজের মুরাদ হোসেন বলেন, তাদের ১৩ ও ১৪ দু'দিনই পরীক্ষা ছিল। এ দুটি পরীক্ষার জন্য এখন তাদের ১১ দিন অপেক্ষা করতে হবে। এতে একদিকে লেখাপড়ার আগ্রহে ঘাটতি পড়ছে, আবার উৎকণ্ঠা বাড়ছে।

এসব পরীক্ষার্থী দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন, তারা যেন শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে কর্মসূচি ঠিক করেন। তা না পারলে অন্তত বোর্ড পরীক্ষাকে তারা যেন হরতালের আওতামুক্ত করেন।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন মনে করেন, হরতালের মতো কর্মসূচির কারণে শিক্ষা ব্যবস্থা তথা দেশ পিছিয়ে যাচ্ছে। তিনি যায়যায়দিনকে বলেন, বাংলাদেশে যারা রাজনীতি করেন, তারা আমাদের জনশক্তি। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই তাদের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে দেশের মঙ্গলের জন্য নানা প্রতিশ্রুতি দেয়। তিনি জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এখন পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৯০ দিন থেকে কমিয়ে ৮০ দিনের মধ্যে রেজাল্ট প্রকাশ করার জন্য বোর্ডগুলোকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষাই না নিতে পারি, তাহলে রেজাল্ট দেবো কিভাবে।

এইচএসসি পরীক্ষা চলাকালে ১৪ দল ঘোষিত হরতাল সম্পর্কে আওয়ামী লীগের শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক নূরুল ইসলাম নাহিদের মোবাইলে ফোন করা হলে জানান, তিনি এখন গ্রামে আছেন। এখন এ বিষয়ে কথা বলতে পারবেন না।

পিছিয়েছে অন্যান্য পরীক্ষাও

গতকাল সোমবার বৃটিশ কাউন্সিলে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আগামীকাল মঙ্গলবার 'এ' লেভেল পরীক্ষা রয়েছে। হরতালের কারণে পরীক্ষা একই দিনে অন্য সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। হরতালের দিনে পরীক্ষার ব্যাপারে পরীক্ষার্থীদের আগে থেকেই অবহিত করা হয়েছে বলে জানান বৃটিশ কাউন্সিলের এক কর্মকর্তা। আজ বৃটিশ কাউন্সিলে অ্যাসোসিয়েশন অফ চার্টার সার্টিফায়েড অ্যাকাউন্টিং (এসিসিএ) পরীক্ষা ছিল। লন্ডন কর্তৃপক্ষ হরতালের কারণে তা স্থগিত করেছে। নতুন তারিখ পরে জানানো হবে। বৃটিশ কাউন্সিলের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আজ অনুষ্ঠেয় ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন-এর এলএলবি পরীক্ষা ট্রাস্ট মিলনায়তনের পরিবর্তে ৫, ফুলার রোডের বৃটিশ কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার্থীদের সকাল ৭টার মধ্যে বৃটিশ কাউন্সিলে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল কেন্দ্রের ৫টি এবং কলা ভবন কেন্দ্রের ৫টি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। ১৪ তারিখেও বিভিন্ন পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। আজ ও কাল হরতালের কারণে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান, পদার্থবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও দর্শন বিভাগের পরীক্ষা